দৈনিক সংবাদ

১৭/৬/২০০০

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

ভিসির সাথে কোইকা প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ

ঢা.বিতে আইটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা নিয়ে আলোচনা

বাংলাদেশ সফররত কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এজেন্সির (কোইকা) প্রেসিডেন্ট হাইউং কি মিন শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর সাথে তার অফিসে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। এসময় তার সাথে ছিলেন বাংলাদেশে কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত জং ইয়ং জো এবং ঢাকাস্থ কোইকা'র আবাসিক প্রতিনিধি কি চং লক। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, কম্পিউটার কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক আহমদ শফি, শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, প্রক্টর এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকারকালে তারা কোইকা'র অর্থানুকূল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি) ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

কোইকা'র প্রেসিডেন্ট হাইউং কি মিন তার বক্তব্যে অবহিত করেন, বিশ্বের ১৩২টি দেশ থেকে দাখিলকৃত বিভিন্ন প্রজেক্টের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি প্রজেক্টটি সর্বাধিক অগ্রাধিকার পেয়েছে। তিনি বলেন, এ প্রজেক্টের অধীনে কোইকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি ইনস্টিটিউটকে যন্ত্রপাতি বাবদ ৫ লাখ ১০ হাজার মার্কিন ডলার, প্রশিক্ষণ বাবদ ৮০ লাখ ডলার এবং ৮ জন বাংলাদেশীকে কোরিয়ায় প্রশিক্ষণদান বাবদ ৮০ লাখ ডলার সাহায্য দেবে।

উপাচার্য জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অ্যাডভান্সড সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' স্থাপন প্রকল্পের অধীনে কোইকা'র অর্থ সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার কেন্দ্রটিকে আইটি ইনস্টিটিউটে উন্নীত করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আগামী ১লা জুলাই ২০০১ থেকে এখানে ১২-১৮ মাসব্যাপী 'মাস্টার্স ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস' কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে যে কোন বিভাগ থেকে অনার্স পাস করা সীমিতসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এতে ভর্তির সুযোগ পাবে।

উপাচার্য আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভি-সেট ও ফাইবার অপটিক্স ব্যাকবোন স্থাপনের মাধ্যমে পুরো ক্যাম্পাসকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য জাপানি ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এজেন্সি (জাইকা)-এর কাছে ৬০ কোটি টাকার একটি প্রজেক্টও ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে।

পরে কোরিয়ান প্রতিনিধিদল বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটকে কোইকা'র অর্থানুকূল্যে স্থাপিত 'কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরি' ঘুরে দেখেন।